জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩: সারসংক্ষেপ

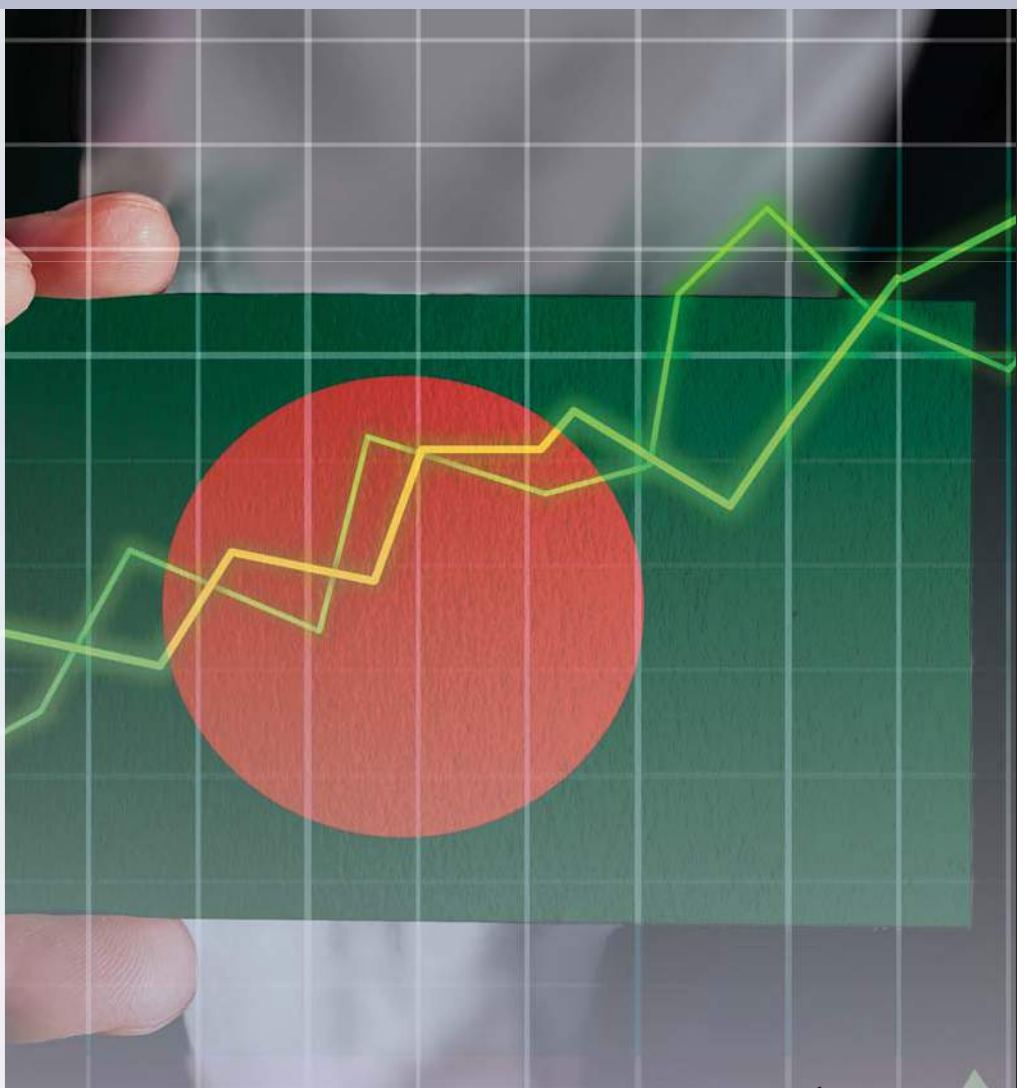

বাস্তবায়নে

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat

কারিগরি সহায়তায়

Funded by
the European Union

সহযোগিতায়: DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২২

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১। বাজেট প্রেক্ষাপট

গত ৯ই জুন "কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন" শিরোনামের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপিত হয়। মহান জাতীয় সংসদে মাননীয় স্পীকার শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি-এর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি এবং সরকার ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মোস্তফা কামাল এমপি সংসদে এ বাজেট উপস্থাপন করেন।

বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ সাল থেকে গত ১৩ বছরে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৬ শতাংশ যা ২০১৮–১৯ সালে ৮ শতাংশ অতিক্রম করে। কোভিডকালীন সময়ে ২০১৯–২০ সালে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৪৫ শতাংশ যা বাংলাদেশের জিডিপি উন্নয়ন ধারাবাহিকতা এবং অর্থনৈতিক প্রতিরোধ সক্ষমতা নির্দেশ করে পরবর্তী বছরে (২০২০–২১) বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক অবস্থানে ফিরে আসতে সক্ষম হয় এবং ৬.৯৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

সংকটময় বৈশ্বিক পরিস্থিতির মাঝেও দেশের মাথাপিছু আয় ২৮২৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে আছে। বাজেটে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭.৫ শতাংশ এবং জিডিপির আকার ধরা হয়েছে ৪,৪৪৯.৯৫৯ কোটি টাকা।

লেখচিত্র ১: মাথাপিছু আয়, জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি

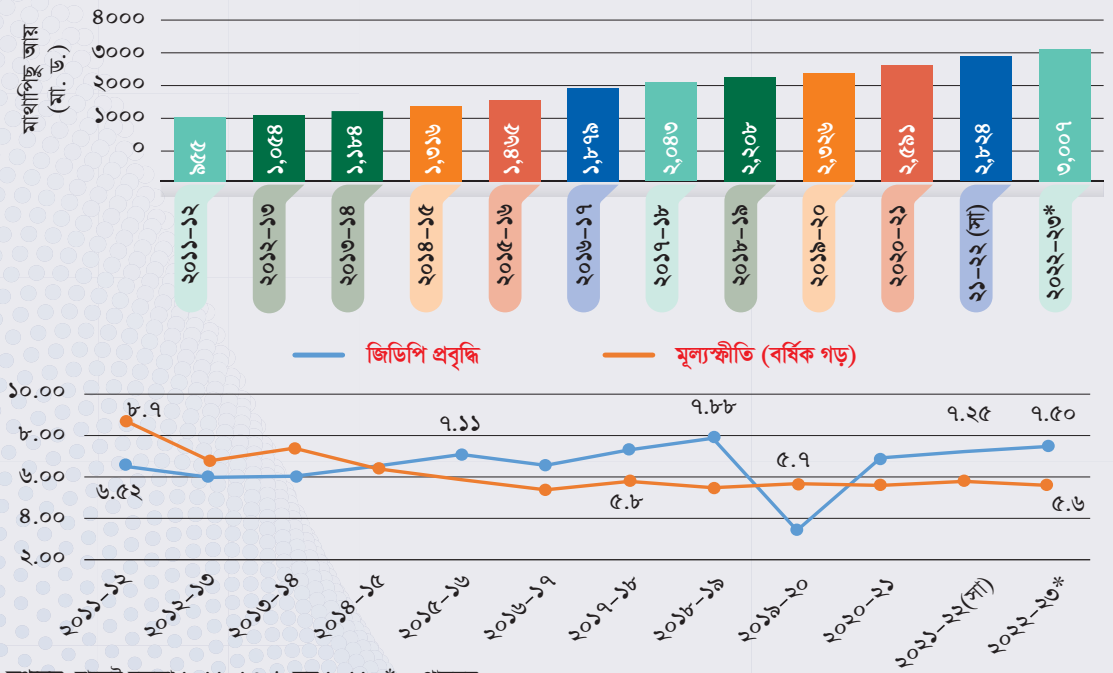

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২; * = প্রাক্কলন

২। বাজেট ২০২২–২৩ বরাদ্দ প্রস্তাবনা

২০২২–২৩ সালে বাজেটের আকার দাঁড়িয়েছে ৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা, যা সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো, সাধারণ সেবা, সুদ পরিশোধ, পিপিপি ভর্তুকি ও দায় এবং নীট ঋণ দান ও অন্যান্য শিরোনামের আওতায় বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২০–২১ অর্থবছরের (সংশোধিত) বাজেটের তুলনায় এ বাজেট ১৪.২৫ শতাংশ বেশি।

মোট বাজেটের ৭৯.৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট খাতে এবং বাকি ২০.৭ শতাংশ ব্যয় করা হবে সুদ পরিশোধ, পিপিপি ভর্তুকি ও দায় এবং নীট ঋণ দান ও অন্যান্য কার্যক্রমে।

লেখচিত্র ২: বাজেট ২০২২–২৩ এর খাতভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাবনা

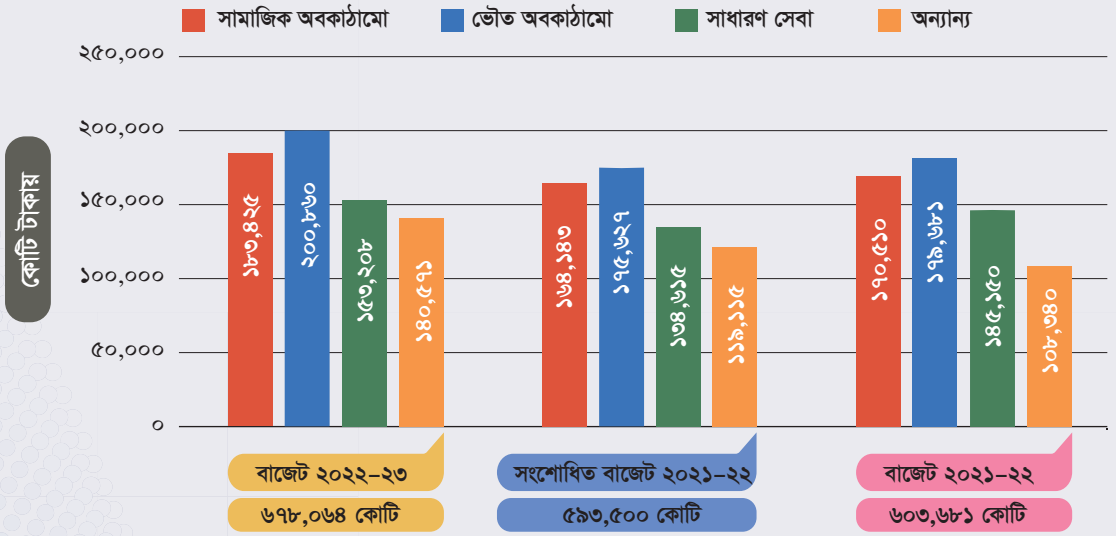

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২

৩। বাজেটে ২০২২–২৩ এর ব্যয় প্রস্তাবনা

গতানুগতিক ধারায় বাংলাদেশে বাজেটের মূল ব্যয়ের খাত হলো পরিচালন আবর্তক ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয়। ২০২১–২২ সালের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় বর্তমান (২০২২–২৩) বাজেটে পরিচালন আবর্তক ব্যয় ৯.৫৯ ভাগ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

লেখচিত্র ৩: ২০২২–২৩ অর্থবছরের তুলনামূলক বাজেট ব্যয় প্রস্তাবনা

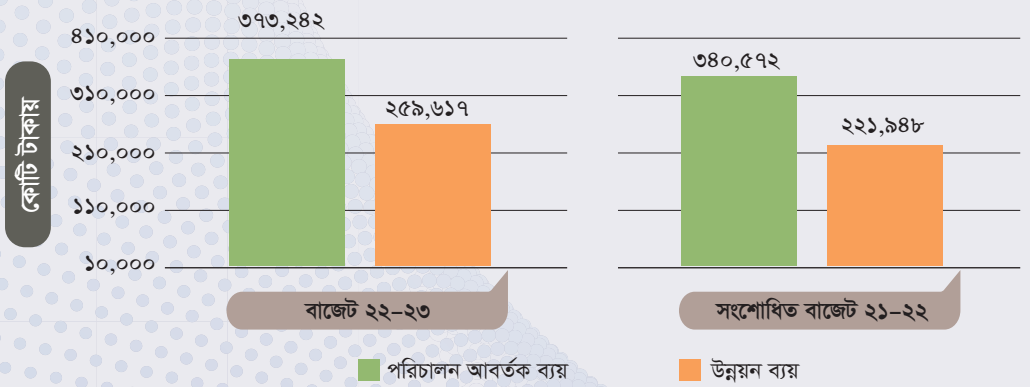

তথ্যসূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০২২

এ খাতে ব্যয়ের আকার দাঁড়িয়েছে ৩,৭৩,২৪২ কোটি টাকা, যা মোট ব্যয়ের বা বাজেটের ৫৫ শতাংশ। মোট উন্নয়ন ব্যয়ের মূল অংশ "বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)" সংক্রান্ত ব্যয় ৯৪.৭৮%। ২০২১–২২ সালের (সংশোধিত বাজেট) উন্নয়ন ব্যয় ছিলো জিডিপি'র ৫.৬ ভাগ, যা নতুন বাজেটে ৫.৮ ভাগে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাজেটে খাতভিত্তিক বরাদ্দের বিবেচনায় মূল খাতগুলো হলো—শিক্ষা ও প্রযুক্তি, কৃষি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, জনপ্রশাসন, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ।

লেখচিত্র ৪: খাতভিত্তিক বাজেট ব্যয় প্রস্তাবনার তুলনামূলক চিত্র (ভর্তুকি, প্রণোদনা এবং পেনশনসহ)

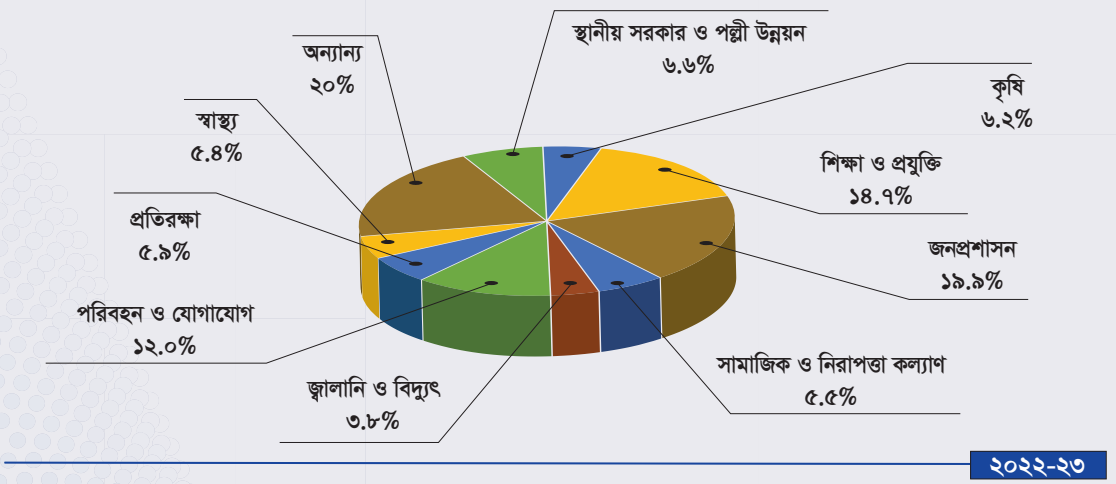

তথ্যসূত্র: বাজেট দলিল ২০২২–২৩ এবং ২০২১–২২, অর্থ মন্ত্রণালয়

অন্যান্য অর্থবছরের ন্যায়, ২০২২–২৩ বাজেট ব্যয় প্রস্তাবনায় কয়েকটি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থবিভাগকে সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

লেখচিত্র ৫: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট ব্যয় প্রস্তাবনা (২০২২–২৩)

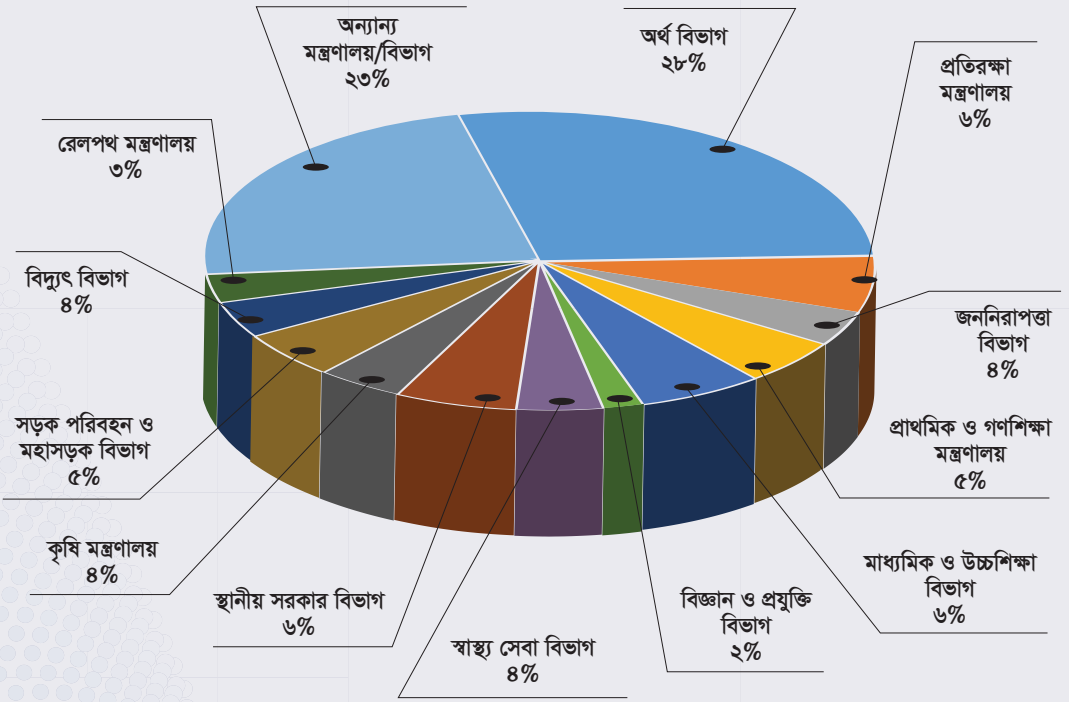

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২ (প্রণয়নকারীর প্রাক্কলিত)

৪। বাজেট ২০২২–২৩ এর রাজস্ব আয় প্রস্তাবনা

নতুন বাজেটে মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা, যা ২০২১–২২ সালের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১১.৩১ শতাংশ বেশি। ২০২০–২১ বাজেটের অনুরূপ এনবিআর কর ২০২২-২৩ সালের বাজেটের রাজস্ব আয়ের মূল উৎস (৮৫.৫%)। নতুন বাজেটে রাজস্ব আয় জিডিপির ৯.৭ শতাংশ ধরা হয়েছে যা সংশোধিত বাজেটের প্রায় সমান (৯.৮%)।

মূল্য সংযোজন কর প্রাক্কলিত এনবিআর করের মূল উপাদান (৩৮ শতাংশ)। এছাড়া আয়কর, মুনাফা, মূলধন আয় বাবদ ৩৩ শতাংশ কর আহরণের প্রস্তাবনা রয়েছে (লেখচিত্র ৭)।

লেখচিত্র ৬: ২০২২–২৩ বাজেটের রাজস্ব আয় প্রস্তাবনার তুলনামূলক চিত্র

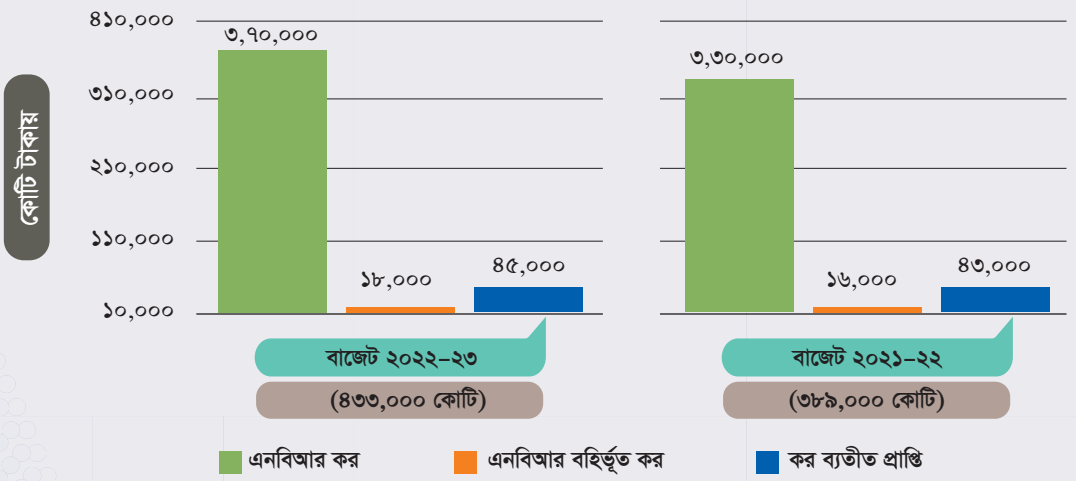

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২ (প্রণয়নকারীর প্রাক্কলিত)

লেখচিত্র ৭: রাজস্ব প্রস্তাবনায় এনবিআর করের বিন্যাস

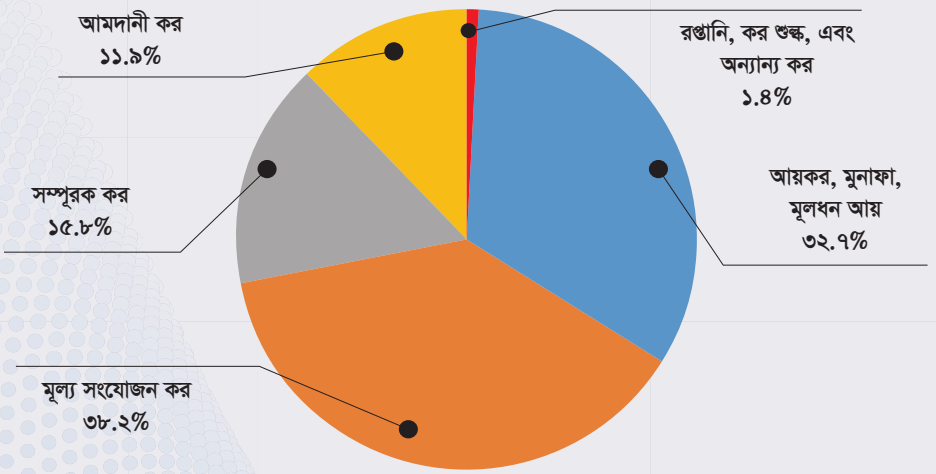

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২-২৩, ৯ জুন ২০২২

৫। বাজেটে ২০২২–২৩ এর ঘাটতি এবং অর্থায়ন

২০২২–২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ) ধরা হয়েছে ২,৪৫,০৬৪ কোটি টাকা যা জিডিপির প্রায় ৫.৫ শতাংশ (লেখচিত্র ৮)। ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ উৎসকেই মূলত ব্যবহার করা হবে, যেখানে ব্যাংক খাত থেকে আসবে ১,০৬,৩৩৪ কোটি টাকা। এটা অভ্যন্তরীণ উৎসের ৭২.৬৬ শতাংশ।

এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে ৪০.২৮ শতাংশ ঘাটতি বৈদেশিক উৎস হতে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (লেখচিত্র ৯)।

লেখচিত্র ৮: ২০২২–২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতির তুলনামূলক চিত্র

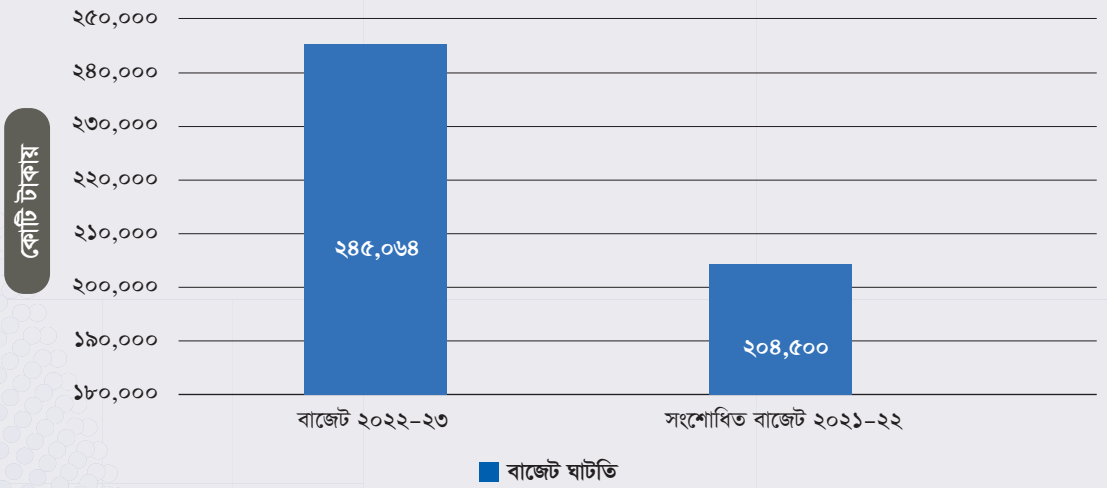

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২-২৩, ৯ জুন ২০২২

লেখচিত্র ৯: ২০২২–২৩ বাজেটে ঘাটতি অর্থায়ন প্রস্তাবনা

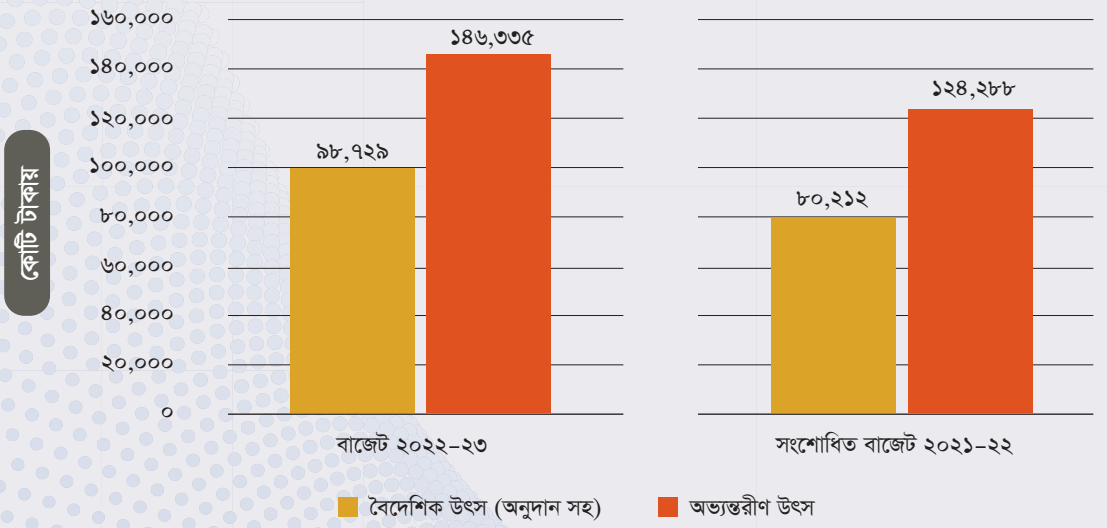

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২

৬। ২০২২–২৩ সালের উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ

বাজেট ২০২২–২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের ক্ষেত্রে মানবসম্পদ, যোগাযোগ অবকাঠামো এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যা ২০২১–২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের অনুরূপ (লেখচিত্র ১০ এবং ১১)।

লেখচিত্র ১০: বাজেট ২০২২–২৩ এর খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের প্রস্তাবনা

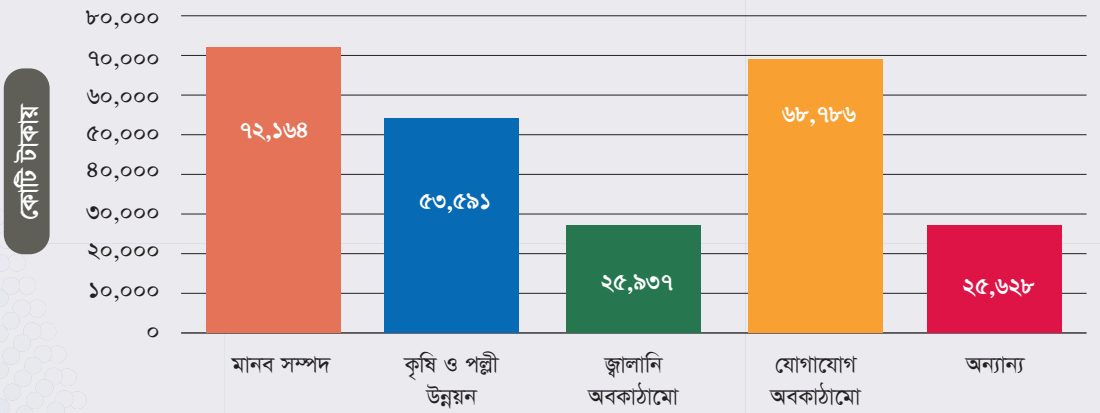

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২ (প্রণয়নকারীর প্রাক্কলিত)

বাজেট ২০২২–২৩

লেখচিত্র ১১: সংশোধিত বাজেট ২০২১–২২ এর খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ

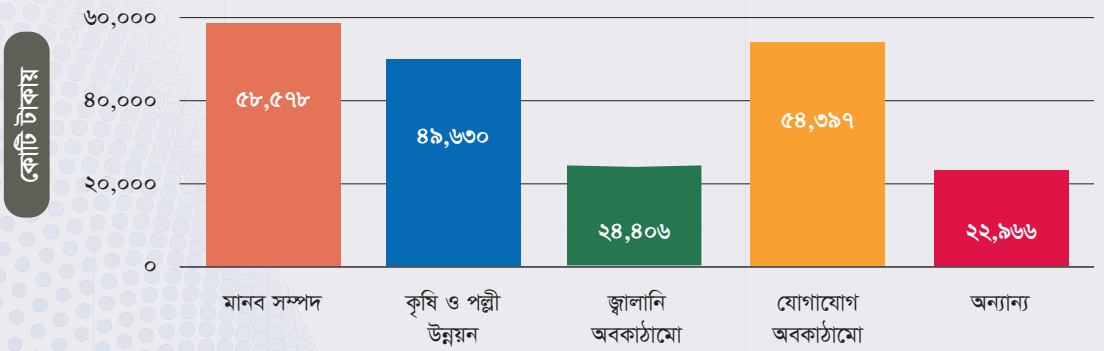

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২ (প্রণয়নকারীর প্রাক্কলিত)

সংশোধিত বাজেট ২০২১–২২

৭। উপসংহার

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এবং এ সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুসারে, অর্থবছর ২০৩১ এর মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, চরম দারিদ্র্য দূর করা এবং অর্থবছর ২০৪১ এর মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করার রোডম্যাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশে জাতীয় বাজেটের সফল বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.